গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা

জুন/২০১৬ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন
সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ৩০.০৬..২০১৬ খ্রিঃ
সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (৮ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

০২। উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট - 'ক'

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। এরপর গত ৩১.০৫.২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ায় তা দৃঢ়করণ করা হয়। অতঃপর সভাপতি আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের অনুরোধ জানালে উপ-সচিব (প্রশাসন) আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। সভাপতি আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চান এবং দায়িত্ব পালনে সকলকে সচেতন থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৪। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) ভূমি সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ

<table>
<tr><th>ক্রঃনং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>৪.০১</td><td>বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম।</td><td>রেলপথ মন্ত্রণালয় ভূমি শাখা হতে জানানো হয়েছে যে,

ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের ২ পার্শ্বের অবৈধ স্থাপনা/দখল নিয়মিতভাবে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। বিগত ৬ মাসে রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপঃ

<table>
<tr><th rowspan="2">মাসের নাম</th><th colspan="3">উদ্ধারকৃত জমির পরিমান (একর)</th></tr>
<tr><th>পূর্বাঞ্চল</th><th>পশ্চিমাঞ্চল</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>ডিসেম্বর/২০১৫</td><td>৭.৯৪</td><td>৫.৭৩</td><td>১৩.৬৭</td></tr>
<tr><td>জানুয়ারি/২০১৬</td><td>৪.৯৮</td><td>৫.৫৬</td><td>১০.৫৪</td></tr>
<tr><td>ফেব্রুয়ারি/২০১৬</td><td>৩.১৬</td><td>৩১.৮৩</td><td>৩৪.৯৯</td></tr>
<tr><td>মার্চ/২০১৬</td><td>২.৫৭</td><td>৩৬.১৯</td><td>৩৮.৭৬</td></tr>
<tr><td>এপ্রিল/২০১৬</td><td>৫.৫৭</td><td>১৩.৮০</td><td>১৯.৩৭</td></tr>
<tr><td>মে/২০১৬</td><td>৭.৫০</td><td>৯.২৩</td><td>১৬.৭৩</td></tr>
<tr><td>৬ মাসে মোট</td><td>৩১.৭২</td><td>১০২.৩৬</td><td>১৩৪.০৬</td></tr>
</table>

উল্লেখ্য, অতি:সচিব(প্রশাসন) এঁর সভাপতিত্বে গত ৩০.০৫.২০১৬ তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় ভূ-সম্পত্তি রক্ষা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, উচ্ছেদ কার্যক্রম, রাজস্ব আদায়, সার্টিফিকেট মামলা নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে,

(১) ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের দু'পাশসহ রেলভূমিতে স্হাপিত সকল অবৈধ স্হাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা</td><td>(১) ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের দুই পাশসহ বাংলাদেশ রেলওয়ে জমিতে অবস্থিত সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং উচ্ছেদকৃত জায়গা যাতে পুনরায় বেদখল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

(২) প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে পূর্ববর্তী মাসের উচ্ছেদ কার্যক্রমের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(৩) বুলডোজার কেনার চাইতে ভাড়া করা সাশ্রয়ী বিধয় ভাড়া করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

(৪) স্টেশনসমূহ ভাসমান লোকজন এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কাছ থেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।
(৫) প্রতিমাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য স্থানসহ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিতে হবে।

(৬) উচ্ছেদ কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জিএমগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
(৭) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) প্রতি মাসে উচ্ছেদ কার্যক্রম, রাজস্ব আদায়, সার্টিফিকেট মামলা,বাজেট,</td><td>১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে রেঞ্জ।
৪।যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত), (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৬। জিএম (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৭। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম)।</td></tr>
</table>

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		অব্যাহত আছে। উচ্ছেদকৃত জায়গা যাতে পুনরায় বেদখল না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য জিএম (পূর্ব/ পশ্চিম), চট্টগ্রাম/ রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উচ্ছেদের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত রেলভূমি সুরক্ষার জন্য পূর্বাঞ্চলে প্রায় ৫.৫৬৪ কিঃ মিঃ রেল ফেন্সিং নির্মাণ/স্হাপন করা হয়েছে এবং ৯,০০০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা/বিভিন্ন প্রজাতির ২৩,১৭৭ টি শোভা বর্ধনকারী ফুলের চারা রোপন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে উচ্ছেদের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত রেলভূমি সুরক্ষার জন্য পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় ০.৭০২ কিঃ মিঃ রেল ফেন্সিং নির্মাণ/স্হাপন করা হয়েছে এবং ৩,০০০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। (২) প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে পূর্ববর্তী মাসের উচ্ছেদ কার্যক্রমের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। (৩) রেলওয়ে উচ্ছেদ কার্যক্রমের জন্য বুলডোজার ক্রয়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (৪) স্টেশনসমূহ ভাসমান লোকজন এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কাছ থেকে মুক্ত রাখতে এবং এ বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য ইতোমধ্যেই জোনাল পর্যায়ে সংশিণ্টষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। গত মে/২০১৬ মাসে সর্বমোট ১১ (এগারটি) টি মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। (৫) প্রতিমাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার নিমিত্ত স্থান নির্ধারণের জন্য ইতোমধ্যে সংশিণ্টষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। (৬) উচ্ছেদ কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহে চলতি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেট অপ্রতুল বিধায় সিইও (পশ্চিম), রাজশাহীর অনুকূলে অতিরিক্তসহ মোট ৪৫.০০ লক্ষ টাকা এবং সিইও (পূর্ব), চট্টগ্রামের অনুকূলে অতিরিক্ত মোট ৫০.০০ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দের জন্য এ দপ্তরের যথাক্রমে ১০.১১.২০১৫ এবং ২৮.০১.২০১৬ তারিখের পত্রের মাধ্যমে এডিজি (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকাকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। (৮) এলাকাভিত্তিক টিম গঠন করে উচ্ছেদকৃত স্হানসমূহ সপ্তাহে কমপক্ষে একটি টহল/পরিদর্শনের নির্দেশনা প্রদান এবং এ বিষয়ে স্টেশন মাস্টারকে দায়িত্ব প্রদান করার জন্য জিএম	জনবল সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম) নিয়ে সভা করবেন এবং আগামী সভায় বছরের আয় বৃদ্ধি সম্ভাব্য উপায় সমূহ সুপারিশ উপস্থাপন করবেন। (৮) মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম)কে এলাকা ভিত্তিক টিম গঠন করে উচ্ছেদকৃত স্থানসমূহ সপ্তাহে কমপক্ষে একটি টহল/পরিদর্শনের নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং এ জন্য টীম গঠন করবেন। স্টেশনমাস্টারকে এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। (৯) ভূ-সম্পত্তি বিভাগের জনবল ঘাটতির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (১০) রেল ক্রসিংগুলির আশেপাশে অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করতে হবে। (১১) অবৈধ স্থাপনা করার সময় সংশি- ষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীরা বাধা দিবেন। (১২) রেলওয়ের সরকারী বাসাসমূহে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের বির“দ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (১৩) বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাগণের উচ্ছেদ কাজ পরিচালনাসহ ও অন্যান্য দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে। (১৪) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এবং যুগ্ম-সচিব (ভূমি) পর্যায়ক্রমে ভূ-সম্পত্তি অফিস সমূহ পরিদর্শন করবেন।	

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (৯) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের পত্র নংঙ ৫৪.০০.০০০০.০০৭.১১.০১৪.১২ (অংশ-১)-৯৯৩ তারিখ ২০ঙ০৪ঙ ২০১৬ এর মাধ্যমে উভয় অঞ্চলের ভূণ্ডসম্পত্তি বিভাগের চাহিদাসহ আরও অন্যান্য মোট ১২১৩ টি পদের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে যা বর্তমানে নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। (১০) অবৈধ রেল ক্রসিংগুলোর আশে-পাশের দোকান উচ্ছেদ করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/ রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (১১) অবৈধ স্হাপনা করার সময় সংশিণ্টষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীরা যাতে বাধা প্রদান করেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (১২) রেলওয়ের সরকারি বাসাসমূহে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের বির"দ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (১৩) বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পাকশী/লালমনিরহাট) এর উচ্ছেদ কাজ পরিচালনাসহ অন্যান্য দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য যানবাহনের ব্যবস্হা করার জন্য জিএম (পশ্চিম), রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।		
৪.০২	বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি ।	যুগ্ম-সচিব (ভূমি) জানানো হয়েছে যে, মে/২০১৬ মাসে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে কোন নতুন মামলা দায়ের হয়নি এবং কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। উভয় অঞ্চলে দায়েরকৃত মোট সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা ২৮১টি, মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ১০৯টি এবং মোট অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১৭২টি। মে/২০১৬ মাসে মোট আদায় ২,৮৭,০৮১/- টাকা তন্মধ্যে পূর্বাঞ্চলে ১,০৭,০৮১/- টাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলে ১,৮০,০০০/- টাকা। উভয় অঞ্চলে মোট দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ ১১,৫৪,২৭,৪৭২/- টাকা। মোট অনাদায়ী টাকার পরিমাণ ১০,৩১,৭৮,৫০৮/- টাকা। ডিজি, বিআর জানান যে, (১) পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্র"ত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উভয় অঞ্চলের সার্টিফিকেট মামলা দ্র"ত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের	(১) পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়েরের ব্যবস্থা নিতে হবে। বকেয়া উদ্ধারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। (২) পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের বিগত ০৬ মাসের আদায় মাসওয়ারী ছকে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (৩) জিএম (পূর্ব/পশ্চিম) এর সভাপতিত্বে সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), সংশ্লিষ্ট আইন কর্মকর্তা ও অন্যান্য সকলকে নিয়ে রেলওয়ের অবৈধ দখলকৃত জমি উচ্ছেদ সংক্রান্ত ও দেওয়ানী মামলার বিষয়ে প্রতিমাসে সভা আয়োজন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ পূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। দেওয়ানী মামলায় রেলের পক্ষে রায় হওয়া জমি যথাসময়ে দখলে নিতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত) (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

<table>
<tr><th>ক্রঃনং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>কাচারী ভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করাসহ প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়ের করার জন্য সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/ রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(২) পূর্বাঞ্চলের ও পশ্চিমাঞ্চলের বিগত ০৬ মাস (ডিসেম্বর/১৫ হতে মে/১৬) এর আদায় মাসওয়ারী নিম্নরূপ ঃ

<table>
<tr><th>এাস</th><th>পূর্বাঞ্চল</th><th>পশ্চিমাঞ্চল</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>ডিসেম্বর/১৫</td><td>৫.১০</td><td>৪.৪২</td><td>৯.৫২</td></tr>
<tr><td>জানুয়ারী/১৬</td><td>০.৬৫</td><td>১.৮২</td><td>২.৪৭</td></tr>
<tr><td>ফেব্রুয়ারী/১৬</td><td>১.৩২</td><td>১.৩০</td><td>২.৬২</td></tr>
<tr><td>মার্চ/১৬</td><td>১.০৭</td><td>১.৫০</td><td>২.৫৭</td></tr>
<tr><td>এপ্রিল/১৬</td><td>১.২৬</td><td>১.৫০</td><td>২.৭৬</td></tr>
<tr><td>মে/১৬</td><td>১.০৭</td><td>১.৮০</td><td>২.৮৭</td></tr>
<tr><td>মোট =</td><td>১০.৪৭</td><td>১২.৩৪</td><td>২২.৮১</td></tr>
</table>
(৩) সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহী এবং আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীসহ সংশিণ্টষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে রেলওয়ের অবৈধ দখলকৃত জমি উচ্ছেদ ও দেওয়ানী মামলার বিষয়ে প্রতি মাসে সভা করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে জিএম (পূর্ব), চট্টগ্রাম এর সভাপতিত্বে গত ১৪.০৯.২০১৫,০৪.১১.২০১৫, ০৭.১২. ২০১৫, ১৭.০১.২০১৬ ও ১৩. ০৩. ২০১৬ তারিখে এবং জিএম (পশ্চিম), রাজশাহী এর সভাপতিতে ১২.০৭. ২০১৫, ০৯.০৮.২০১৫, ১৯.০৯. ২০১৫, ০২.১১.২০১৫, ০৮.১২.২০১৫, ১০.০১.২০১৬, ২৪.০৩.২০১৬ ও ০৯.০৫.২০১৪ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৪) মহাপরিচালকের কার্যালয়ে একজন সিনিয়র আইন কর্মকর্তার পদসহ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গত ২১ মার্চ/২০১৬ তারিখে দাখিলকৃত Draft Final Report এ জনবল পুনঃনির্ধারণের প্রস্ড়াব করা হয়েছে।

(৫) বাংলাদেশ রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিঃ এর নির্মাণ কাজ, পজেশন বিক্রয় এবং দখলস্ড্রন্ড়রের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিঃ-বনাম- বাংলাদেশ রেলওয়ে এর মধ্যে মহামান্য হইকোর্ট বিভাগ, ঢাকায় চলমান রীট পিটিশন নং-৭৭৭৫/২০১০ মামলাটি দীর্ঘদিন শুনানীর পর গত ২৮.০১.২০১৬ তারিখে খারিজক্রমে রেলওয়ের অনুকূলে রায় ঘোষিত হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে এ দপ্তরের ০৬.০৩.২০১৬ তারিখের পত্রের মাধ্যমে মহামান্য হাইকোর্ট</td><td>(৪) বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয় রেলভবন ঢাকায় একজন আইন কর্মকর্তার পদ সৃজনের/পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৫) দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিঃ, আন্তঃজেলা বাস মালিক সমিতি, কদমতলী এবং ধুম শুভপুর বাস মালিক সমিতি এর অবৈধভাবে দখলকৃত জমির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ী অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ফলো-আপ প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে।
(৬) বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাগণের কার্যালয়ে জনবল সংকট নিরসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

(৭) সমন্বয় সভার পূর্বে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা করবেন।</td><td></td></tr>
</table>

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		বিভাগের রায় অনুযায়ী ১৭,৮১০ বর্গফুট রেলভূমি হতে অবৈধ দখলদারকে জর"রিভিত্তিতে উচ্ছেদ করার জন্য জিএম (পূর্ব), চট্টগ্রামকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সর্বশেষ দি -রেলওয়ে মেন্স ষ্টোরস লিঃ কর্তৃক মহামান্য আদালতে লীভ টু আপীল দায়ের করা হয়েছে মর্মে জানা যায়।		
৪.০৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সংশোধনী নীতিমালা প্রণয়ন।	রেলপথ মন্ত্রণালয় ভূমি শাখা হতে জানানো হয়েছে যে, কার্যক্রম চলমান আছে।	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য খসড়া নীতিমালা দ্র"ত চূড়ান্ত করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.০৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ।	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমির বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর পরিশোধের জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ অন্যান্য করণীয় বিষয়ে অতি:সচিব (প্রশাসন) এঁর সভাপতিত্বে ০৭-০৯-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভূমি সংস্কার বোর্ড হতে বিস্তারিত বকেয়ার তথ্যাদি পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ চেয়ে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে গত ১২.০৪.২০১৬ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে ২৪.০৫.২০১৬ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সর্বশেষ ভূমি মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত আধা-সরকারী পত্রের ছায়ালিপি ২২.০৬.২০১৬ তারিখে প্রেরণপূর্বক বাংলাদেশ রেলওয়ের সমুদয় বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ হতে ২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরের প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ চাওয়ার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়েকে অনুরোধ করা হয়েছে। ডিজি, বিআর জানানো হয়েছে যে, (২) ভূমি সংস্কার বোর্ড এর ২৩.০৪.২০১৪ তারিখের পত্রের মাধ্যমে বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তৎপ্রেক্ষিতে এ দপ্তরের ২০.১০.২০১৪ তারিখের পত্রের মাধ্যমে ২০০৫ সালের পর হতে হাল সন পর্যন্ড় ভূমি উন্নয়ন করের প্রকৃত দাবী ও ইতোমধ্যে পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ, বকেয়ার পরিমাণ ইত্যাদি তথ্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (৩) ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে চলতি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের জন্য ৭.০০ কোটি টাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ৭.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, যা হতে বিভিন্ন সংস্হার	(১) ভূমি সংস্কার বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে প্রেরণ পূর্বক যাচাই করে সঠিক দাবি নির্ধারণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। (২) সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই করে প্রকৃত দাবি নির্ধারণ করতে হবে। (৩) রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ), রেলপথ মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৬। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		দাবী অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হচ্ছে। তবে বকেয়াসহ হালনাগাদ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে চলতি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ২০.০০ কোটি টাকা করে বাজেট বরাদ্দ করা প্রয়োজন।		
৪.০৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি আধুনিক পদ্ধতিতে সার্ভে করে Land Use Plan প্রণয়ন ।	রেলপথ মন্ত্রণালয় ভূমি শাখা হতে জানানো হয়েছে যে, আলোচ্যসূচি হতে বিষয়টি বাদ দেয়া যেতে পারে। ডিজি, বিআর জানানো হয়েছে যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়, ভূমি শাখার ২২.০৯.২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে চুক্তিপত্রের মেয়াদ ৩১.১২.২০১৫ তারিখ পর্যন্ড় বর্ধিত করা হয়েছে। এ দপ্তরের ২৫.১০.২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে চুক্তিপত্রের বর্ধিত ৩১.১২.২০১৫ তারিখের মধ্যে কাজটি সম্পাদনের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Data base schema design, Integration of data base linking Mouza maps and Khatian এবং Design of LIS software সম্পন্ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের সংস্কার প্রকল্পের নিয়োজিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তিপত্রের সংস্হান অনুযায়ী সরবরাহকৃত ArcGIS Server Work group standard version (10GB) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তৈরীকৃত dataset এর জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতার (60GB) কম হওয়ায় বাংলাদেশ রেলওয়ের সংস্কার প্রকল্প হতে চাহিদা অনুযায়ী ArcGIS Server Work group standard version (60GB) সরবরাহ করার জন্য নিয়োজিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ArcGIS Desktop Software হস্ড়ান্ড়র না করা এবং LIS Server (Windows Server) মাঝে মাঝে অর্থাৎ ১/২ ঘন্টা পর পর Turning off হওয়া ইত্যাদি কারণে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যসমূহ Digitation করার কাজ ব্যাহত হচ্ছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এপ্রিল ২০১৫ মাসে নমুনা হিসেবে দাখিলকৃত পূর্বাঞ্চলের (৫ সেট) চূড়ান্ড় প্রতিবেদন (Final Report) এ দপ্তরের ০৫.০৫.২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে সিই (পূর্ব), সিইও (পূর্ব), ডিইও (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) এর	(২) পূর্বাঞ্চলের দাখিলকৃত ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন দ্রুত প্রদানের জন্য গঠিত কমিটি নির্ধারিত সময়ে প্রতিবেদন পেশ করবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত/ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট) ।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		নিকট এবং ০৪.০১.২০১৬ তারিখের পত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রকৌশল/ভূ-সম্পত্তি/বাণিজ্যিক বিভাগ এর সংশি- ষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট প্রেরণপূর্বক পরীক্ষা-নিরীক্ষান্ড়ে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোন কর্মকর্তার নিকট হতে পূর্ণাঙ্গ মতামত পাওয়া যায়নি। এছাড়াও গত ২৫.০৬.২০১৫ তারিখে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে Railway land survey and preparation of land use plan প্রণয়ন কাজের অগ্রগতির বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান শেলটেক কসালটেন্ট (প্রাঃ) লিঃ কর্তৃক দাখিলকৃত পূর্বাঞ্চলের চূড়ান্ড় প্রতিবেদন (Final Report) পর্যালোচনাপূর্বক এর ওপর মতামত/ কমেন্ট/সংশোধনী প্রদান, প্রকল্পটি চূড়ান্ড়করণ ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের বিল পরিশোধের ব্যাপারে মতামত প্রদানের জন্য সিইও (পূর্ব)-কে আহবায়ক এবং এসিই/ট্র্যাক (পূর্ব), ডিইও (ঢাকা ও চট্টগ্রাম)-কে সদস্য করে ৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে এ দপ্তরের ০৯.১২.২০১৫ তারিখের পত্র এবং ১০.১২.২০১৫ তারিখের উপানুষ্ঠানিক পত্র এর মাধ্যমে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি গঠিত কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মে ২০১৫ মাসে নমুনা হিসেবে দাখিলকৃত পশ্চিমাঞ্চলের (৫ সেট) চূড়ান্ড় প্রতিবেদন (Final Report) এ দপ্তরের ০১.০৬.২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে সিই (পশ্চিম), সিইও (পশ্চিম), ডিইও (পাকশী ও লালমনিরহাট) এর নিকট এবং ০৪.০১.২০১৬ তারিখের পত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রকৌশল/ভূ-সম্পত্তি/বাণিজ্যিক বিভাগ এর সংশি- ষ্ট কর্মকর্তাসহ বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক/কারখানা, সৈয়দপুর এর নিকট প্রেরণপূর্বক পরীক্ষা-নিরীক্ষান্ড়ে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোন কর্মকর্তার নিকট হতে পূর্ণাঙ্গ মতামত পাওয়া যায়নি। এছাড়াও গত ২৫.০৬.২০১৫ তারিখে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে Railway land survey and preparation of land use plan প্রণয়ন কাজের অগ্রগতির বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান শেলটেক কসালটেন্ট (প্রাঃ) লিঃ কর্তৃক দাখিলকৃত পূর্বাঞ্চলের চূড়ান্ড় প্রতিবেদন (Final Report) পর্যালোচনাপূর্বক এর ওপর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুড়ান্ড় রিপোর্ট জমা প্রদান করেছেন। কিন্তু Lis Units চালু করার জন্য যে Software		

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		প্রয়োজন তা রিফর্ম প্রকল্প কর্তৃক চালু করার পওে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Data Improve করার প্রাক্কালে দেখা যায় সংগৃহীত সকল তথ্যাদিও স্থান সংকুলানের জন্য কমপক্ষে ৬০ জিবি ক্ষমতা সম্পন্ন Software প্রয়োজন । কিন্ড় রিফর্ম কর্তৃক সংগৃহীত Lis Software এর ধারণ ক্ষমতা ১০ জিবি । প্রকাশ থাকে যে বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের চলমান প্রকল্পসমূহ যেমন দোহাজারী-কক্সবাজার-গুনদুম,পদ্মা-মাওয়া-ভাঙ্গা-যশোর এবং ভাঙ্গা হতে বরিশাল হয়ে পায়রাবন্দর পর্যন্ড় রেলপথ চালু হলে Lis Software এর ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হবে। তাই রিফর্ম প্রকল্প কর্তৃক সরবরাহকৃত ১০ জিবি ক্ষমতা সম্পন্ন Lis Software বর্তমান সংগৃহীত তথ্যাদি Improve করা সম্ভব হবে না। জানা যায় রিফর্ম কর্তৃক ইতোমধ্যেই সংশিণ্টষ্ট ঠিকাদারকে Lis Software (Enterprise version with unlimited capacity) সরবরাহ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উক্ত সফটওয়ার সরবরাহ পেলে Web-based data Improvement সম্পন্ন হবে।		
৪.০৬	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এলাকার ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি।	রেলপথ মন্ত্রণালয় ভূমি শাখা হতে জানানো হয়েছে যে, ঢাকা বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকার রেলভূমি নিয়ে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী, রেলপথ মনন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে এবং মাননীয় মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর উপস্থিতিতে গত ২৬-০৬-২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদন/সুপারিশ অনুযায়ী বিমানের জন্য জেট-১ ফুয়েল পরিবহনের নিমিত্ত সাইডিং লাইন নির্মাণের জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত দেয়ালের মধ্য হতে বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুকূলে ৮.৩৬ একর ভূমি হস্তান্তরের জন্য সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়-কে গত ০১.০৪.২০১৫ তারিখে অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে ০১.০৬.২০১৫ ও ১৯.১০.২০১৫ তারিখে তাগিদ প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর সভাপতিত্বে গত ২২.০৭.২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায়ও উক্ত প্রকল্পের কাজ শুরু করার নির্দেশনা দেয়া হয়। কিন্তু বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) কর্তৃক ভূমি হস্তান্তর না করায় জনগুরুত্বপূর্ণ উক্ত সাইডিং লাইন নির্মাণের নির্মাণ কাজ শুরু করা যায়নি। বিষয়টি সুরাহার জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে ৩১.০৩.২০১৬ তারিখে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি সভা আহবানের জন্য অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ০৫.০৫.২০১৬ তারিখ আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা	(১) বর্ণিত রেলওয়ের ভূমি কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যেন অবৈধভাবে দখল করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। (২) রেলওয়ের অনুকুলে ৬০ ফুট জায়গার দখল আপাতত নিতে হবে। (৩) বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আরেকটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে পত্র দিতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি)/ (সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব)।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ ঃ (ক) বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ রেলওয়ে উভয় পক্ষের সম্মতির প্রেক্ষিতে বেবিচকের সীমানা প্রাচীরের বাইরে ৭৫ ফুট প্রস্থ এবং ২৪০০ ফুট দৈর্ঘের জমি রেল লাইন স্থাপনের লক্ষ্যে রেলওয়েকে হস্তান্তরের জন্য উভয় সংস্থার প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে সরেজমিনে পরিদর্শন ও জরিপের মাধ্যমে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; (খ) বেবিচক ও বাংলাদেশ রেলওয়ের মধ্যে জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়াকালে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এলভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং বিআরটি প্রকল্পের সংশ্লিষ্টতা বিবেচনান্তে উক্ত প্রকল্পের সমন্বয়কারী/যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে; (গ) বেবিচকের হস্তান্তরিত ভূমিতে রেল লাইন স্থাপন ব্যতীত রেল-লাইনের দুইপাশে খোলা জায়গায় কোন প্রকার বাণিজ্যিক স্থাপনা নির্মাণ কিংবা কাউকে লীজ প্রদান করা যাবে না; (ঘ) উভয় সংস্থার মধ্যে ভূমির মালিকানা সম্পর্কিত বিরোধ দ্রুত ভূমি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে নিষ্পত্তি করতে হবে এবং চলমান মামলাসমূহ আইনানুগ প্রক্রিয়ায় প্রত্যাহারের উদ্যোগ নিতে হবে। উক্ত সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৭.০৬.২০১৬ তারিখে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে অনুরোধ করা হয়েছে। ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, (১) বর্ণিত রেলভূমি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেন অবৈধভাবে দখল করতে না পারে তা নিশ্চিত করার জন্য ডিইও (ঢাকা)-কে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (২) ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশন সংলগ্ন রেলভূমিতে জেট ফুয়েল সাইডিং লাইন ও আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণের লক্ষ্যে আপাতত ৬০ ফুট জায়গার দখল বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশিণ্টষ্ট কর্তৃপক্ষকে বুঝে দেয়ার জন্য সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে পত্র লেখার জন্য এ দপ্তরের ২৪.০১.২০১৬ তারিখের পত্রের মাধ্যমে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। (৩) বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ রেলওয়ের মধ্যে জমির মালিকানা সংক্রান্ড় বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গত ০৫.০৫.২০১৬ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর		

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		সভাপতিত্বে উক্ত মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে । উক্ত সভার সিদ্ধান্ড় অনুচ্ছেদ-১০(ক) এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান প্রকৌশলী, বেবিচক এবং প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম কর্তৃক ১৮.০৫.২০১৬ তারিখে সংশিণ্টষ্ট সাইট সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব), চট্টগ্রাম ২৬.০৫.২০১৬ তারিখের পত্রের মাধ্যমে পুনরায় Record of Discussion এ দপ্তওে প্রেরণ পূর্বক পুনরায় আন্ড়ঃমন্ত্রণালয় সভা আহ্বানের জন্য অনুরোধ জানান। তৎপ্রেক্ষিতে এ দপ্তরের ০২.০৬.২০১৬ তারিখের পত্রের মাধ্যমে সহসাই একটি আন্ড়ঃমন্ত্রণালয় সভা আহ্বানের জন্য সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।		
		(খ) সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ		
৪.০৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের শূন্য পদে লোক নিয়োগ।	ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, (১) হাইকোর্ট বিভাগে বাংলাদেশ রেলওয়ের নিয়োগের ওপর মামলাসমূহ দ্র"ত নিস্পত্তির জন্য আলাদা বিশেষ বেঞ্চ স্থাপন সংক্রান্ড় বিষয়টি রেলপথ মন্ত্রণালয় সংশিণ্টষ্ট। এ ব্যাপারে অত্র দপ্তরের পত্র নং- ৫৪.০১.২৬০০. ০০৬.১১.০২২.১০-২৮৮ তারিখ ১০-০৭-২০১৪ এর মাধ্যমে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রস্ড়াব প্রেরণ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে পত্র নংণ্ড ৫৪.০১.২৬০০.০০৩.২৭.০৩২.১৫ণ্ড৬৪ তারিখ ১৬ণ্ড০১ণ্ড২০১৬ এর মাধ্যমে পুনরায় অনুরোধ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৫৪.০০.০০০০.০০৯. ০৪.০০১.১৩-৩৩ তারিখ ৩১.০১.২০১৬ এর মাধ্যমে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়া হয়েছে। (২) স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ড় করার জন্য উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। (৩) এ ব্যাপারে পরিকল্পনা মোতাবেক প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নিয়োগের অগ্রগতি জানানোর জন্যও অত্র দপ্তরের পত্র নং- ৫৪.০১. ২৬০০.০০৬.১১. ০১৮.১৩.৪২৯ তারিখ ৩০.০৭.২০১৫ এর মাধ্যমে উভয় অঞ্চলের জিএমগণণ্ডকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নবনিয়োগ ত্বরান্বিত করার জন্য অত্র দপ্তরের পত্র নংণ্ড ৫৪.০১.২৬০০. ০০৬.১১.০১৮.১৩-৩৯২ তারিখ ০৫.০৭.২০১৫ এর মাধ্যমে উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে একটি টাইম বাউন্ড কর্মপরিকল্পনা	(১) নিয়োগ সংক্রান্ত চলমান মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তি করতঃ নিয়োগ সম্পাদন করতে হবে। (২) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে। (৩) নিয়োগ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৪) নব নিয়োগকৃত কর্মচারিদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৫) টেকনিক্যাল জর"রী ASM.LM.PM পদগুলির অবশিষ্ট ১০% পদ পূরণের ছাড়পত্র প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে পত্র দিতে হবে। (৬) রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীর প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধিকরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৭) সহকারী স্টেশন মাস্টার, লোকোমাস্টার, পয়েন্টসম্যান ইত্যাদি টেকনিক্যাল পদের ১০% পদ পূরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। যুগ্ম-সচিব (আইন)/(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৫। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		প্রণয়ন করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। সে মোতাবেক টাইম বাউন্ড কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। সহকারী স্টেশন মাস্টার এর ২৭০ টি পদেও লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া অত্র দপ্তরের পত্র নং- ৫৪.০১.২৬০০. ০০৬.১১. ০০৮. ১৫. ৫১১ তারিখ ২৩.০৯.২০১৫ এর মাধ্যমে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৮৬ ক্যাটাগরির মোট ১৪৮৯ টি পদে ছাড়পত্রের বিপরীতে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৫৩ ক্যাটাগরির মোট ১২১৩ টি পদের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে যা বর্তমানে নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন আছে। (৪) নব-নিয়োগকৃত কর্মচারিদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ড় তথ্য পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। (৫) নবসৃষ্ট ৩০০ টি এএসএম পদের ১০০% পদ পূরণের জন্য অত্র দপ্তরের পত্র নং ৫৪.০১. ২৬০০.০০৬. ০৬.০১৫.১১.১০৭ তারিখ ২৩.০৩.২০১৬ এর মাধ্যমে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। (৬) রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীর প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধির জন্য রেক্টর/আরটিএগুকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। (৭) অনুঃ ৫ এর অনুরূপ।		
৪.০৮	নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) হতে জানানো হয়েছে যে, এ বিষয়ে সংশিণ্টষ্ট সকলের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ডিজি, বিআর জানান যে, ''বাংলাদেশ রেলওয়ে (ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড কর্মকর্তা এবং ননগুগেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪'' রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রণয়ন ও প্রেরণ করা হয়েছে। সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ড় মোতাবেক বর্তমানে নিয়োগ বিধিসহ ক্যাডার কম্পোজিশন ও জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ড় কার্যাবলী পিডি/রিফর্ম এর অধীনে নিয়োজিত কন্সালটেন্ট Pricewaterhouse Coopers Pvt. Ltd.(PwC) কর্তৃক চূড়ান্ড় করে এতৎসংক্রান্ড় খসড়া প্রস্ড়াব রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নীতিগত অনুমোদনের জন্য পত্র নংগু ৫৪.০১.০০০০.০০৫. ২৮.০০৫.১৫গু৬৫ তারিখ ১০গু০৪গু ২০১৬ এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে নন-গেজেটেড কর্মচারিদের খসড়া নিয়োগ বিধির বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জবাব দ্রুত প্রস্তুত করে প্রেরণ করতে হবে এবং পরিচালক(সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। উপ-সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.০৯	ক্যাডার কম্পোজিশন রুল্‌স প্রণয়ন এবং নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) হতে জানানো হয়েছে যে, রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে ২৪-০৩-২০১৫ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে ১৬-০৪-২০১৫ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কতিপয় তথ্য চেয়ে প্রস্তাবটি ফেরত প্রদান করা হয়েছে। গত ২৯-০৪-২০১৫ তারিখ ডিজি, বিআরকে উক্ত পত্রের চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের বক্তব্য সভায় জানতে চাওয়া যেতে পারে।	ক্যাডার কম্পোজিশন রুল্‌স ও নিয়োগ বিধি অনুমোদনের জন্য উপ সচিব (প্রশাসন) বিষয়টি মনিটরিং করবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। উপ-সচিব(প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৫।উপ-পরিচালক/ই-১, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.১০	বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি।	অডিট শাখা হতে জানানো হয়েছে যে, ৪.১১(১) নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে মে/২০১৬ কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নরূপ তথ্যাদিঃ মে/২০১৬ পর্যন্ত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪,৭০৮টি। মে/২০১৬ মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে ২৭টি। মে/২০১৬ পর্যন্ত মোট অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা-১৪,৬৮১টি । ● সাধারণ অনিষ্পন্ন-১৩,১৬৬টি ● অগ্রিম অনিষ্পন্ন - ৯২৩টি ● খসড়া অনিষ্পন্ন- ৫৯৬টি ● নিষ্পত্তিকৃত- ২৭টি ● নতুন আপত্তির সংখ্যা- ২৩টি ডিজি, বিআর জানানো হয়েছে যে, (১) ২৭-৫-১৬ হতে ২৭-৬-১৬ তারিখ পর্যন্ড় ১৪ টি ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (২) দ্বি-পক্ষীয় সভা করার লক্ষ্যে বিভাগীয় প্রধানগণকে পত্র লেখা হয়েছে এবং সভার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। (৩) সভার কার্যক্রম চলমান আছে। গত ০২/০৬/২০১৬ তারিখ এবং ০৯/০৬/২০১৬ তারিখে জিএম/পূর্ব ও পশ্চিম দপ্তরে ০২ টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। (৪) নতুন প্রোফর্মা অনুযায়ী ব্রডশীট জবাবের কার্যক্রম চলছে। (৫) পিএ কমিরি সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী বিভাগীয় প্রধানগণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।	(১) প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ যথাসময়ে জবাব প্রদানপূর্বক অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম) কে প্রতি মাসে অন্ততঃ দু'বার নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে এবং কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (৩) ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমেও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৪) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রেরণ করতে হবে। (৫) বিভিন্ন সময়ে গঠিত জাতীয় সংসদের পি.এ কমিটিতে আলোচিত ও সিদ্ধান্ত গৃহীত ১৫৯টি অডিট আপত্তির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে জবাব/প্রতিবেদন আগামী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়েকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। উপ-সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১১	বাংলাদেশ রেলওয়ের পেনশন কেস নিষ্পত্তি।	ডিজি বিআর জানানো হয়েছে যে, (১) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।	(১) পেনশন কেস প্রেরণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি নেই এমন সার্টিফিকেট সংগ্রহপূর্বক পেনশন মঞ্জুর সম্পর্কে	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(২) পেনশন কেস দ্রুততার সাথে নিষ্পন্ন করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে মনিটরিং করা হচ্ছে। এপ্রিল/২০১৬ এর জের ৩টি , মে/২০১৬ মাসে নতুন কেইস ৩টি এবং নিষ্পত্তি ০টি। মে/২০১৬ এর জের ৬টি। (৩) পেনশন কেসসমূহে যথাযথভাবে যাচাই বাছাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।	অফিস প্রধানের সুস্পষ্ট মন্তব্যসহ যথাযথভাবে পেনশন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (২) পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (৩) ডিজি, বিআর এর দপ্তর হতে পেনশন কেসসমূহ যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১২	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি।	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা হতে জানানো হয়েছে যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের গতমাস থেকে আগত মামলার সংখ্যা-১৫৮৫, বর্তমান মাসে দায়ের কৃত মামলার সংখ্যা-০৭, আলোচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা-০১টি, মোট পেন্ডিং মামলার সংখ্যা-১৫৯১টি। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-৩ (শৃঙখলা) শাখা হতে জানানো হয়েছে যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি মামলার কার্যক্রম বিধি মোতাবেক চলমান আছে। ● পূর্ব মাস হতে আগত বিভাগীয় মামলার সংখ্যাঃ ৫১টি ● চলতি মাসে শুরু হওয়া বিভাগীয় মামলার সংখ্যাঃ ০টি ● চলতি মাসে নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যাঃ ১টি ● ৬ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলার সংখ্যাঃ ৪০টি ● ৩ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলার সংখ্যাঃ ০৭টি ● ৩ মাসের মধ্যে বিভাগীয় মামলার সংখ্যাঃ ০৩টি ● অনিষ্পন্নকৃত বিভাগীয় মামলার মোট সংখ্যাঃ ৫০টি ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, (১) বিভাগীয় মামলার দ্রুত নিস্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এপ্রিল/২০১৬ মাসের জের ২৬৯ টি, মে/২০১৬ মাসে নতুন মামলা হয়েছে ৬৬টি, নিষ্পত্তি হয়েছে ৪২টি। মে/২০১৬ মাসের জের ২৯৩ টি। (২) যে সকল বিভাগীয় মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশিণ্টষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।	(১) বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) যে সকল মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.১৩	পরিদর্শন।	রেলপথ মন্ত্রণালয়ে কোন পরিদর্শন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, সংস্থার প্রধান ও বিভাগীয় প্রধানগণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী নিজ নিজ অফিস পরিদর্শনসহ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অব্যাহত রেখেছেন।	(১) 'সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪' মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ নিজ শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন । (২) সংস্থার প্রধান ও বিভাগীয় প্রধানগণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী নিজ নিজ অফিস পরিদর্শনসহ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। (৩) কর্মকর্তাগণ ঢাকার বাহিরে পরিদর্শন শেষে দ্রুত প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	১। রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা। ২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।
৪.১৪	ওয়েব সাইট তৈরি ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান।	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রামার জানিয়েছেন যে, ১। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করা হয়। ২। অত্র মন্ত্রণালয়ে e-filing system চালু করণের জন্য প্রশিক্ষণ সম্পাদন হয়েছে। অতিশীঘ্রই কার্যক্রম শুরু হবে। ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, (১) বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েব সাইটটি প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত দ্বারা নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে এবং আপডেট কার্যক্রম চলমান। (২) গত ১৪-২-২০১৬ হতে ১৬-২-২০১৬ এবং ২৩-২-২০১৬ হতে ২৫-২-২০১৬ পর্যন্ড় ২ দফায় রেলভবন ঢাকায় কর্মরত ২০+২০=মোট ৪০ জন কর্মকর্তাকে e-filing system এর উপর প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। সিএসটিই (টেলিকম), রেলভবন, দপ্তরের সংশিণ্টষ্ট শাখার কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণসহ পরীক্ষামূলক e-filing system চালু করা হয়েছে। (৩) বাংলাদেশ রেলওয়ে ইতোমধ্যে ৪০ কোটি টাকা পর্যন্ড় পূর্ত ও পণ্য সংগ্রহে ই জিপি ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণের নিমিত্ত ই-জিপি পোর্টালে অন্ড় র্ভূক্ত হয়েছে। ক্রয় কার্যক্রম সংশিণ্টষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষন প্রদানের জন্য প্রাথমিকভাবে দোহাটেক নিউমিডিয়া দোহা হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা এর সাথে চুক্তিপত্র সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান ২০ জন কর্মকর্তাকে ২ ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ১মাস ই-জিপি সাপোর্ট সার্ভিস প্রদান করবে। এছড়া রেলওয়ে সংশিণ্টষ্ট ঠিকাদারগণকে এ বিষয়ে রেজিস্ট্রেশন করা সহ যথাযথ প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, আগামী অর্থবছরের শুরুতে পাইলট কার্যক্রম হিসেবে ঢাকা রেল বিভাগে ই-জিপি চালু করা সম্ভব হবে।	(১) মন্ত্রণালয় ও রেলওয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করতে হবে। (২) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়েতে e-filing system চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (৩) মন্ত্রিপরিষদ সিদ্ধান্ত থাকায় অবিলম্বে e-gp কার্যক্রম শুরু করতে হবে। (৪) জুন ২০১৬ এর জিএম(পূর্ব) ও জিএম(পশ্চিম) এর কার্যালয় হতে ভিডিও কনফারেন্সের এ অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব(উঃ ও পঃ), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো/অপারেশন/ রোলিং স্টক/ অর্থ/এমএন্ডসিপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৬। প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.১৫	জিআরপিএর কার্যক্রম।	ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, (২) সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে চলাচলকারী ট্রেনসমূহে জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্সের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। রেলপথ দিয়ে যাতে অবৈধ অস্ত্র ও চোরাচালানী পণ্য পরিবাহিত হতে না পারে সে জন্য রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী'র সদস্যগণকে ইয়ার্ড এবং স্টেশনের দায়িত্ব পালনের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যগণ যাত্রীবাহী ট্রেনের জিআরপি'র সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসার ও প্রহরীদের সহায়তা নিয়ে বাণিজ্যিক বিভাগ কর্তৃক মাঝে মধ্যে রেলপথে চোরাচালান প্রতিরোধে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। (৩) বাংলাদেশ রেলওয়ে ও জিআরপির দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশিণ্টষ্ট জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদে অবহিত রেখে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য ইতোমধ্যেই সংশিণ্টষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। (৪) জিআরপি ও আরএনবি 'র সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে যাত্রীদের ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধ ও স্টেশনসমূহ হকারমুক্ত রাখার জন্য জোনাল পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। (৫) বিভিন্ন স্টেশনে Third Gender - দের (হিজড়া) দৌরাত্ম ও বিরক্তিকর কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ এর জন্য ইতোমধ্যে সংশিণ্টষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। (৬) বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন ট্রেনে নিয়মিতভাবে টিকেট চেকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ রেলওয়েতে পরিচালিত টিকেট চেকিং কার্যক্রমের সর্বশেষ আছে। হিসাব বিভাগের টিটিইগণের মে/ ২০১৬ মাসের অর্জিত আয়ের বিবরণী আছে। (৭) জিআরপি'র আবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহী কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (৮) টিকেট কালোবাজারি রোধে স্টেশনে কর্মরত বুকিং সহকারীদের ০৩ (তিন) বৎসর চাকরি পূর্ণ হলে তাদেরকে নিয়মিত বদলির জন্য সংশিণ্টষ্টদের ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। (৯) জাল টিকেটের র‍্যাট খুজে বের করার জন্য ইতোমধ্যেই সংশিণ্টষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।	(১) রেলওয়ে আইন, ১৮৯০ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর নিমিত্তে গঠিত কমিটি আগামী সভার পূর্বে প্রতিবেদন দখিল করবেন। কমিটিতে RNB প্রতিনিধিকে কো-অপ্ট করতে হবে। (২) ট্রেনে অস্ত্র, মাদকসহ অন্যান্য চোরাইমাল পরিবহণ প্রতিরোধকল্পে আরএনবি'র সাথে সমন্বয় পূর্বক জিআরপির নজরদারি ও তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া, ট্রেন চালকদের নিরাপত্তাসহ ট্রেনে চেইন টেনে ও হুইস পাইপ খুলে অনির্ধারিত স্থানে চোরাকারবারীরা যাতে ট্রেন থামাতে না পারে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। (৩) বাংলাদেশ রেলওয়ে ও জিআরপির দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশিণ্টষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অবহিত রেখে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। (৪) জিআরপি ও আরএনবির সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে যাত্রীদের ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধ ও স্টেশনসমূহ হকারমুক্ত রাখার ব্যবস্থ গ্রহণ করতে হবে। (৫) বিভিন্ন স্টেশনে Third Gender - দের (হিজড়া) দৌরাত্ম ও বিরক্তিকর কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। (৬) প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের মাসিক টিকেট চেকিং ও আয়ের তথ্য একাউন্টস্ ও পরিবহণ ডিপার্টমেন্টকে একই ছকে সমন্বিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৬) মহাব্যবাস্থাপক(পূর্ব/পশ্চিম) এক সপ্তাহের মধ্যে জিআরপির আবাসনের জন্য জায়গার ব্যবস্থা করে দিবেন। (৭) টিকেট কালোবাজারি রোধে স্টেশনে কর্মরত বুকিং সহকারীদের ০৩ (তিন) বছর চাকুরি পূর্ণ হলে তাদেরকে নিয়মিত বদলির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৮) জাল টিকিট এর র‍্যাট খুঁজে বের করতে হবে। (৯) ঈদের সময় জিআরপি ও	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে রেঞ্জ। ৩। যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম)।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
			আরএনবি সমন্বয়ে Platform ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থা নিতে হবে।	
৪.১৬	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ ।	ডিজি, বিআর জানানো হয়েছে যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ অন্যান্য কার্যালয়ে প্রেরিত পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতি মাসের ০১ তারিখের মধ্যে পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। তা ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিতব্য পত্রসমূহ নির্ভুল তথ্যসহ পাঠাতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১৭	শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি।	ডিজি, বিআর জানানো হয়েছে যে, সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী প্রতি কার্য দিবসে বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ বক্স খোলা হয় ২৬-০৫-২০১৬ হতে ২৭-৬-২০১৬ পর্যন্ড় কোন অভিযোগ বা চিঠি পাওয়া যায়নি।	(১) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ প্রতিদিন একবার অভিযোগ বক্স চেক করবেন। (২) প্রতি সভায় সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং এ সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থাদি আলাদাভাবে সভায় উপস্থাপন করবেন। (৩) মন্ত্রণালয়ে/অধিদপ্তরে পত্রের মাধ্যমে প্রেরিত অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে এবং রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয় ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১৮	তথ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত পেপার কাটিং এর ওপর গৃহীত ব্যবস্থা ।	ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, সংশিণ্টষ্ট দপ্তরে প্রেরণ পূর্বক প্রতিবেদনসহ জবাব প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৩১ টি পেপার কাটিং এর বিষয়ে যথাযথ মাধ্যমে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট পেপার কাটিংয়ের বিষয়ে সংশিণ্টষ্ট দপ্তর সমূহ হতে প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	(১) পেপার কাটিং এর নিউজের বিষয়ে গুরুত্ব অনুযায়ী দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অধিক সংখ্যক পেপার কাটিং পেয়ে থাকলেও জনগুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) এ মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থিত থাকবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। জনসংযোগ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
		<u>(গ) বিবিধ</u>		
৪.১৯	কে. পি. আই	ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের কেপিআই হিসেবে চিহ্নিত স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ের কে.পি.আই হিসেবে চিহ্নিত যে সকল স্থাপনা রয়েছে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে রেঞ্জ।
৪.২০	নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে ট্রেন পরিচালনা, কন্টেইনার পরিবহণ ও অন্যান্য বিষয়।	ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, (১) আন্ড়ঙ্গনগর মেইল এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার মে/২০১৬ মাসে যথাক্রমে ৯২%, ৮০.৫০%, ৮৭% । এপ্রিল/২০১৬ মাসে আন্ড়ঙ্গনগর, মেইল এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার ছিল যথাক্রমে ৯১%,৭৮%, ৮৭০% । বর্তমান বাংলাদেশ রেলওয়েতে স্টেশন মাস্টারের শূন্য পদ পূরণ হলে এবং বিদ্যমান গতি নিয়ন্ত্রণাদেশের সংখ্যা কমিয়ে আনা হলে সার্বিক	(১) উভয় অঞ্চলের আন্তঃনগর ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার কমপক্ষে ৮৫% এ উন্নীত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) যৌথভাবে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে চাহিদা মোতাবেক সার ও জ্বালানি পরিবহনণ নিশ্চিত	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম)। ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) বাংলাদেশ

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		সময়ানুবর্তিতার হার আরো উন্নত করা সম্ভব হবে। (২) বর্তমানে জ্বালানি তেল পরিবহনের চাহিদা পাওয়ার সাথে সাথে ওয়াগন সরবরাহ ও পরিবহনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে। (৩) কন্টেইনার পরিবহনের প্রাতি গুর"ত্ব প্রদান করা হচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। বর্তমানে মে/২০১৬ মাসে মোট ১২৭টি কন্টেইনার ট্রেনের মাধ্যমে ৬৩৮২ TEUs পন্য পরিবহন করা হয়। বিগত এপ্রিল/২০১৬ মাসে মোট ১১৫টি কন্টেইনার ট্রেনের মাধ্যমে ৬২৬৯ TEUs পন্য পরিবহন করা হয়েছিল। (৪) গত তিন মাসের ট্রেনের নিয়ামানুবর্তিতার হার সভায়।	করবেন। (৩) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে কন্টেইনার পরিবহণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। (৪) মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম) গত ০৩ (তিন) মসের ট্রেনের নিয়মানুবর্তিতার হার আগামী সভায় উপস্থাপন করবেন।	রেলওয়ে। ৫। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৬। যুগ্ম-মহাপরিচালক (প্রকৌশল), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৭। যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিক্যাল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.২১	জিআইবিআর ।	ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, (১) রেলওয়ের পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে সংস্কার প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান PwC একটি Draft Report পেশ করেছে যার উপর গত ১১-০৩-২০১৫ই তারিখে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি Presentation এবং Discussion সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জনপ্রশাসন-১ শাখার পত্র নং-৫৪.০০.০০০০. ০০৭.১৮.০২২.১৪.১১১১ তারিখ- ০৯/০৪/২০১৫ ইং এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় এবং তদানুযায়ী প্রয়োজনীয় কাজ চলছে। গত ২১ মার্চ/২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবলের উপর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান PwC একটি Draft Final Report পেশ করেছে। যা ইতোমধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। রেলওয়ের পরিদর্শন অধিদপ্তরের ক্ষেত্রে Railway Act 1890 সংশোধন হওয়ার পর জনবল বৃদ্ধির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জিআইবিআর হতে জানানো হয়েছে যে, (২) নিয়মিত মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।	(১) রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির দ্র"ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । (২) জিআইবিআর নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন। বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের হার বাড়াতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। সরকারী রেলওয়ে পরিদর্শক, রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তর।
৪.২২	টাস্কফোর্সের কার্যক্রম	ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, (৩) ট্রেনের ভিতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সীট কভার, টয়লেট প্রতিনিয়ত পরিস্কার করা হচ্ছে। মে/১৬ মাসে পূর্বাঞ্চলে মোট ৫৪৯ টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিজিতে ২৩৩ টি ও এমজিতে ৮৯ টি মোট ৩২২ টি কোচের ফিউমিগেশন করা হয়েছে। এসএসএই/টিএক্সআর এবং টিএক্সআর গণ কে আন্ডুনগর ট্রেনসহ সকল ট্রেনের পরিষ্কার পরিছন্নতা এবং সম্মানিত সাধারণ যাত্রীগণ যাতে স্বাচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারেন সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সুষ্ঠুভাবে পালন করা হচ্ছে।	(১) টাস্কফোর্স নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন। (২) টাস্কফোর্সের প্রদত্ত সুপারিশসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। (৩) বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যাত্রীবাহী ট্রেনের রেকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও চেয়ার পরিবর্তন/মেরামত এর বিষয়ে সাপ্তাহিক ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, (আরএস/আই/অপারেশন, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব(ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার(পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		আন্ড়নগর ট্রেনসমূহের চেয়ার পরিবর্তন/ মেরামত কাজ অব্যাহত রয়েছে। (৪) ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে সংশিণ্টষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রতি মাসে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়াও ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে ঘন ঘন কর্মকর্তা/পরিদর্শকগণের সমন্বয়ে পরিদর্শন জোরদার করা হয়েছে। গত মে/২০১৬ মাসে সর্বমোট ১২ টি খাবার গাড়ী পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে জরিমানা আরোপসহ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। (৪) ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে টাস্কফোর্স তাৎক্ষণিক পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রদান করবে এবং এর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	ম্যানেজার (সকল) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.২৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।	ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি গত ২৭-০৬-২০১৬ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। এছাড়ও মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে মহাব্যবস্থাপক পূর্ব ও পশ্চিম এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন হয়েছে।	আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। (২) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.২৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব আদায়।	ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, (১) স্টেশন দিয়ে বিনা টিকেটে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। (২) বিনা ভাড়ায় ভ্রমণকারীদের ভাড়া আদায়/জরিমানার জন্য অধিক সংখ্যক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য ইতোমধ্যেই জোনাল পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। (৩) ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে যাত্রী মালামাল/পার্শ্বেল, ভূ-সম্পত্তি ও অন্যান্য উৎস হতে ৮৯১.২৮ কোটি টাকা আয় হয় এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের মে,২০১৬ পর্যন্ড় ১১ মাসের ৮৫৫.০৪ কোটি আয় হয়।	(১) স্টেশনে বিনা টিকিটে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে এ বিষয়ে আাধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ ব্যবস্থা করতে হবে। (২) বিনা ভাড়ায় ভ্রমণকারীদের ভাড়া আদায়/জরিমানার জন্য অধিক সংখ্যক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। (৩) সমন্বয় সভায় নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের হালনাগাদ তথ্য পেশ করতে হবে। (৪) ভূমি রাজস্ব আয় এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। মহাব্যবস্থাপক (পর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.২৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মচারীদের নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান ।	ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, (১) ইউনিফরম প্রাপ্ত কর্মচারীদের -কে কর্মক্ষেত্রে পরিধান করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং পরিপালন করা হচ্ছে। (২) বিধি মোতাবেক কর্মচারীদের ইউনিফরম বরাদ্দ দেয়া চলামান আছে। (৩) বিধি/পরিপত্র অনুযায়ী কর্মচারীগণকে ধোলাই ভাতা প্রদান করা হয়।	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে যে সকল কর্মচারীদের ইউনিফর্ম আছে তাদের তা কর্মক্ষেত্রেও পরিধান করা বাধ্যতামূলক করতে হবে। (২) বিধি মোতাবেক কর্মচারীদের ইউনিফর্ম বরাদ্দ দিতে হবে। (৩) কর্মচারীদের ধোলাই ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.২৬	বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমির কার্যক্রম।	ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, (১) নিয়মিত প্রেরণ করা হচ্ছে। (২) রেলওয়ের প্রশিক্ষণ একাডেমি, চট্টগ্রামে রেক্টর নিয়মিত পদ সৃজনের প্রস্ড়াব রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (৩) রেলওয়ের ট্রেনিং একাডেমির ১০ টি শ্রেণী	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীতে চলমান প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা/প্রশিক্ষণসূচী বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রতি মাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। (২) রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী,	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয় । ৩। রেক্টর, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		কক্ষকে মাল্টিমিডিয়ায় রূপান্ড়রকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আগামী অর্থ বছর (২০১৬-২০১৭) গ্রহণ করা হবে। (৪) প্রশিক্ষণার্থীদের আবসিক সুবিধার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে বর্তমানে একটি কর্মকর্তা হোস্টেল তৈরী করা হচ্ছে এবং কর্মচারীদের জন্য ৩০০ আসন বিশিষ্ট একটি প্রশিক্ষণার্থী কর্মচারী হোস্টেল তৈরীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। (৫) স্বস্ব বিভাগের সিনিয়র কর্মচারী ও কর্মকর্তা হতে প্রশিক্ষক পদায়নের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি করে বাহিরের রিসোর্স পার্সন দ্বারা প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে। (৬) সময় উপযোগী প্রশিক্ষণ মডিউল তেরী করা হচ্ছে। (৭) রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমিতে PPR এবং Project Management এর উপর স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে। (৮) প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণের মধ্যে যারা প্রশিক্ষণে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করবে, তাদেরকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণের প্রণোদনা দেয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পাওয়ার পর ব্যবস্থা নেয়া হবে।	চট্টগ্রামে রেক্টর এর নিয়মিত পদ সৃজনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (৩) প্রশিক্ষণ কক্ষসমূহ মাল্টিমিডিয়ায় রূপান্তরকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৪) প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন সুবিধার মান উন্নয়ন করতে হবে। (৫) উপযুক্ত প্রশিক্ষক পদায়নসহ বাইরের রির্সোস পারসনদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৭) ভবিষ্যতে নিয়োগকৃত সহকারী স্টেশন মাস্টারদের জন্য সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করতে হবে। (৮) রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমিতে PPR এবং Project Management এর উপর স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে। (৯) প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণের মধ্যে যারা প্রশিক্ষণে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করবে, তাদেরকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণের প্রণোদনা দেয়ার বিধান রাখতে হবে।	একাডেমী, চট্টগ্রাম।
৪.২৭	জাতিসংঘ ঘোষিত SDG বাস্তবায়ন ।	ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, এ বিষয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে উর্ধ্বতন পরিকল্পনা কর্মকর্তা-১, রেলভবন, ঢাকাকে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।	জাতিসংঘ ঘোষিত SDG বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতকৃত Action Plan বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) এ বিষয়ে তত্ত্বাবধান করবেন।	১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.২৮	বাংলাদেশ রেলওয়ের বাসাসমূহ সাব-লেট প্রদানের বির"দ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, (১) রেলওয়ে বাসায় অননুমোদিত অতিবাসের কারণে সংশিণ্টষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিকট হতে দন্ড হারে বাসা ভাড়া আদায়সহ প্রয়োজনে রেলওয়ে বাসা হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উচ্ছেদ করা হয়েছে/হচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যমান রেলওয়ে বাসায় কোন সাব-লেট নেই। বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলে রেলওয়ের বাসা বরাদ্দ নিয়ে সাব-লেট প্রদানকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তালিকা প্রণয়নকরত তদন্তপূর্বক উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জিএম (পূর্ব), চট্টগ্রামকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (২) রেলওয়ের কোয়াটার গুলোতে অবৈধ দখলদারদের অবিলম্বে উচ্ছেদেও জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্রগাম/রাজশাহী-কে নির্দেশ প্রদান	অতিরিক্ত সময় অবস্থান এবং সাবলেট প্রদানকারীদের বির"দ্ধে তদন্ত পূর্বক তালিকা করে উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) রেলওয়ে কোয়ার্টারগুলোতে অবৈধ দখলদারদের অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে। (৩) খিলগাঁও রেলওয়ে কোয়াটার এ হিজরাদের অবৈধ দখলের বিষয়ে জিএম(পূর্ব) কি ব্যবস্থা নিয়েছেন তা অবিলম্বে মন্ত্রণালয়কে জানাবেন।	১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক(আই) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। পরিচালক(প্রকৌশল) বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		করা হয়েছে। (৩) খিলগাঁও রেলওয়ে কোয়ার্টার এ হিজরাদেও অবৈধ দখলের বিষয়ে ডিআরএম ঢাকা তদন্ড় করেছে। শীঘ্রই পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।		
৪.২৯	দর্শনার্থী পাস ইস্যুকরণ	ডিজি, বিআর জানান যে, যথাযথভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	সকল প্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মকর্তা দর্শনার্থীদের জন্য নির্ধারিত পাস ইস্যু করবেন।	রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রাধিকার প্রাপ্ত সকল কর্মকর্তা।
৪.৩০	মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন বাংলাদেশ রেলওয়ের এমন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকা প্রণয়ন ও ইতিহাস সংরক্ষণ।	ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।	মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকা প্রণয়নসহ সকল অবদানের ইতিহাস সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.৩১	পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে যাত্রী পরিবহন সংক্রান্ত বিষয়াবলী পর্যালোচনা।	সভায় বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে যাত্রী পরিবহন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়সমূহ সভাপতি মহোদয়কে অবহিত করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে যাত্রী সাধারনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ অন্যান্য সকল সুযোগ সুবিধা প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) ঈদ পূর্ব অগ্রিম টিকেট বিক্রয় এবং যাত্রীদের চলাচলের সময় রেলওয়ে স্টেশন এবং স্টেশন সংলগ্ন এলাকার নিরাপত্ত ব্যবস্থা জোরদারকরণ টিকেট কালোবাজারি, নাশকতা ও অন্যান্য অপরাধসমূহ, যেমন- অজ্ঞান পার্টি, পকেটমার, ছিনতাই প্রভৃতি প্রতিরোধের নিমিত্ত, র‍্যাব, পুলিশ এর পক্ষ হতে ঢাকা স্টেশন, ঢাকা বিমানবন্দর, জয়দেবপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর ও দিনাজপুরসহ অন্যান্য বড় বড় স্টেশনে টহল জোরদার করা হবে। রেলওয়ের নিরাপত্ত বাহিনী, পুলিশ, বিজিবি ও র‍্যাব পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে রেলস্টেশনসহ গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্থাপনাসমূহে টহল জোরদার করতে হবে। (খ) চলন্ত ট্রেনে, স্টেশনে বা রেল লাইনে কোথাও যাতে কোন নাশকতামূলক কর্মকান্ড ঘটতে না পারে সে বিষয়ে নজরদারি জোরদার করতে হবে। (গ) স্টেশন প্লাটফর্ম, স্টেশন এ্যাপ্রোচে ও চলন্ত ট্রেনে ছিনতাইকারী অজ্ঞান পার্টি, মলমপার্টি ও দুর্বৃত্তদের কবলে পড়ে যাত্রী সাধরণ যেন হয়রানির শিকার না হয় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে রেঞ্জ। ৩। জিআইবিআর, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। চিফ কমান্ডেন্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
			(ঘ) অন লাইনে সকল টিকেট বিক্রি হয় সেগুলো যেন কালোবাজারিদের হাতে না যায় অর্থাৎ তারা যেন বিজ্ঞাপন দিয়ে বিক্রয় করতে না পারে সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (ঙ) ঈদে আইন-শৃংখলা ও নাশকতা রোধে সমন্বিত টাস্কফোর্স কাজ করবে।	

০৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন)
সচিব